بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় উহুদের যুদ্ধ পরবর্তী 'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ'-এ মহানবী (সা.)-এর উন্নত রণকৌশল, সাহাবীদের আত্মনিবেদনের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় শাহাদতবরণকারী ফারাজ আহমদ তাহের সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, **'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ'**-এর কারণ এবং এর প্রেক্ষাপট গত খুতবায় বর্ণনা করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) শত্রুদের মদীনায় আক্রমণের সংবাদ লাভ করার পর বাদ ফজর হযরত বেলাল (রা.)-কে এই ঘোষণা দিতে বলেন যে, **'আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, শত্রুদের প্রতিহত করতে এক্ষুনি বের হও এবং গতকাল যারা আমাদের সাথে (উহুদের যুদ্ধে) লড়াই করেছে কেবল তারাই এ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।'** অতঃপর মহানবী (সা.) গতকালের বাঁধা পতাকা নিয়ে যাত্রা করেন এবং মদীনায় ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

এদিকে মুনাফিকরা বলতে আরম্ভ করে, ৭০জন মুসলমান শহীদ হওয়ার পরদিনই আহত সাহাবীদের নিয়ে এভাবে অভিযানে বের হওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাক্রম প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল এবং এর ফলে মুসলমানদের অনেক লাভ হয়েছিল। তিনি (সা.) সর্বোত্তম রণকৌশল হিসেবে মদীনার বাইরে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে প্রথমত, মুজাহিদ সাহাবীদের হৃদয়ে পুনরায় সাহস ও আত্মবিশ্বাস জন্মে। অপরদিকে মুনাফিকদের হৃদয়ে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত শত্রুরা যখন মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শোনে তখন তাদের পদক্ষেপও দুর্বল হয়ে যায় এবং আত্মবিশ্বাসের প্রদীপ একেবারে নিভে যেতে থাকে।

উহুদের যুদ্ধে সাহাবীদের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর ছিল। একেকজন সাহাবীর দেহে অনেকগুলো করে আঘাত ছিল, তথাপি তারা মহানবী (সা.)-এর আহ্বান শুনে চিকিৎসা গ্রহণ কিংবা বিশ্রাম নেয়ার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্র হাতে নিয়ে যাত্রা করেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)'র দেহে নয়টি স্থানে আঘাত লেগেছিল। বনু সালামা গোত্রের চল্লিশজন আহত সাহাবী সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন এবং মহানবী (সা.) তাদের জন্য দোয়া করেন, **"আল্লাহুম্মার হাম বনু সালামা"** অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! বনু সালামার প্রতি দয়া করো**। তুফায়েল বিন নো'মান (রা.)'র শরীরের তেরোটি স্থানে আঘাত ছিল, খারাশ বিন সিম্মাহ্ ও কা'ব বিন মালেক (রা.)'র দেহে দশটি করে আঘাত ছিল, কুতবা বিন আমের (রা.)'র দেহের নয়টি স্থানে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। খোদা তা'লা সাহাবীদের এই অতুলনীয় কুরবানীর কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে সংরক্ষণ করেছেন,

ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنۡهُمۡ وَٱتَّقَوۡاْ أَجۡرٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ, **আহত হওয়া সত্ত্বেও যারা আল্লাহ্ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মাঝে যারা উত্তমরূপে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে এক মহাপ্রতিদান।** (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কেবল তারাই এ অভিযানে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন যারা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুনাফিকের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যে উহুদের প্রান্তরে পৌঁছানোর পূর্বেই তার সমমনা ৩০০জন সঙ্গীকে নিয়ে মদীনায় ফেরত চলে গিয়েছিল, সেও এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দেননি। তবে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) একমাত্র সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী, যিনি উহুদের যুদ্ধে অংশ না নিয়েও এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতা আমাকে আমার বোনদের (এক বর্ণনানুযায়ী নয়জন) দেখাশোনার জন্য মদীনায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে উহুদের যুদ্ধে গিয়েছিলেন; অথচ আমারও যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা ছিল। একথা শুনে তিনি (সা.) তাকে এই অভিযানে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। এছাড়া আরও অনেকেই অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আর কেউ-ই অনুমতি পাননি।

মহানবী (সা.) নিজেও দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কারণে গুরুতর আহত ছিলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি (সা.) মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করেন। এরপর যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করে ঘোড়ায় আরোহণ করে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হযরত তালহা (রা.)'র সাথে তাঁর (সা.) সাক্ষাৎ হয়। মহানবী (সা.) তালহা (রা.)-কে তার যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে সময় হযরত তালহা (রা.)'র বুকে নয়টি আঘাতসহ গোটা দেহে সত্তরটির অধিক আঘাত ছিল, কিন্তু তিনি এর প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে অস্ত্র হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাত্রা করেন।

মহানবী (সা.) প্রথমে শত্রুদের গতিবিধি জানতে চাচ্ছিলেন, সাবেত বিন সালবা খাযরাজী এবং আরেক বর্ণনানুযায়ী সাবেত বিন যিহাক মহানবী (সা.)-কে এ যাত্রায় পথপ্রদর্শন করছিলেন। সংবাদদাতা— কাফির সেনাদের অবস্থান অবগত করলে হুযূর (সা.) বলেন, **'মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফিরদের বিপক্ষে হয়ত আমাদের এ ধরনের লড়াই আর হবে না।'** আরেক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) সালিত ও নো'মান (রা.)-কে শত্রুদের গতিবিধি জানরা জন্য অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন। তারা হামরাউল আসাদে পৌঁছে কাফিরদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এমন সময় শত্রুরা তাদেরকে দেখতে পেয়ে সেখানেই তাদের হত্যা করে। পরবর্তীতে যেদিন মহানবী (সা.) হামরাউল আসাদে পৌঁছেন সেদিন তাদের লাশ খুঁজে পান এবং সেখানেই তাদের সমাহিত করেন।

বনু আব্দে আশআল গোত্রের দুই ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন সাহল এবং রাফে' বিন সাহল (রা.)ও গুরুতর আহত ছিলেন। তাদের শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কিন্তু তারা বলছিলেন, আমরা যদি এ অভিযানে না যাই তাহলে বঞ্চিত থেকে যাব। তাদের কাছে কোনো বাহনও ছিল না আর তারা পদব্রজেও চলতে পারছিলেন না। কখনো কখনো আব্দুল্লাহ্ তার ভাই রা'ফেকে কাঁধে করে বহন করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। অর্থাৎ যিনি কিছুটা ভালো বোধ করতেন

তিনি অন্যকে কাঁধে নিয়ে অনেক কষ্টে পদব্রজে মুসলমান সেনাবাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছান। মহানবী (সা.) তাদের এই আত্মনিবেদন দেখে তাদের জন্য দোয়া করার পর বলেন, **'তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ করলে দেখবে যে, এক সময় তোমরা ঘোড়া, খচ্চর এবং অন্যান্য বাহনের মালিক হয়েছ, কিন্তু সেগুলো তোমাদের এই সফরের চেয়ে অধিকতর কল্যাণকর হবে না যা আজ তোমরা করেছ।'** সেদিন মুসলমানদের পাথেয় ছিল খেজুর। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) মুসলমানদের জন্য ত্রিশটি উট এবং খেজুর নিয়ে আসেন যা মুসলমানদের জন্য খোরাক হিসেবে যথেষ্ট ছিল।

রণকৌশল কী ছিল এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে রাতে প্রচুর পরিমাণে মশাল বা প্রদীপ জ্বালানো হতো যেন মুসলমানদের সংখ্যা অধিক মনে হয়। এভাবে পাঁচশ স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হতো। আর শত্রুরা এতো পরিমাণে আলো জ্বলতে দেখে ঘাবড়ে যায়। এ সময় **মাবাদ বিন আবু মাবাদ খুযাঈ** মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। যদিও সে তখন মুশরিক ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল তাই সে এসে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। হুযূর (সা.) তাকে আবু সুফিয়ানের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করতে বলেন। সে আবু সুফিয়ানের সামনে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে এমনভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে যার ফলে কাফিররা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং বিচলিত হয়ে পরে। সে এমনভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছিল এবং ভয় দেখিয়েছিল যে, তাদের হৃদয়ে মুসলমান সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে চরম ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং তারা চিন্তা করে যে, আক্রমণ না করে আমাদের এখান থেকে মক্কায় ফেরত যাওয়াই শ্রেয়।

এরপর আবু সুফিয়ান মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এ সংবাদ যখন মহানবী (সা.) লাভ করেন তখন দোয়া করেন, **হাসবুনাল্লাহি ওয়া নি'মাল ওয়াকিল** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহক। মহানবী (সা.) সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত আবার কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী পাঁচ দিন পর্যন্ত হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে মদীনায় ফেরত আসেন।

মহানবী (সা.) মুআবিয়া বিন মুগীরাকে মদীনায় ফেরত আসার পূর্বেই আটক করে রেখেছিলেন। কারণ, সে মদীনায় অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল এবং বিরোধীদের সংবাদ পাচার করছিল। এরপর সে ধরা পড়লে প্রথমে হযরত উসমান (রা.)'র বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, **'তিন দিনের মধ্যে সে যদি মদীনা থেকে চলে যায় তাহলে রক্ষা পাবে। কিন্তু এরপর যদি তাকে মদীনায় দেখা যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।'** কিন্তু তিন দিন পার হয়ে গেলেও সে মদীনায় লুকিয়ে থাকে। এরপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে বলেন, তোমরা তাকে অমুক স্থানে লুক্কায়িত অবস্থায় পাবে। তারা সেখানে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে।

হামরাউল আসাদে মহানবী (সা.) মুশরিকদের কবি আবু আযযাকেও বন্দি করেন। ইতঃপূর্বে এক যুদ্ধে সে আটক হয়েছিল কিন্তু তখন সে তার দারিদ্রতা এবং মেয়েদের দোহাই দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) একান্ত দয়াপরবশ হয়ে ভবিষ্যতে মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার এবং কাউকে যুদ্ধে প্ররোচিত না করার শর্তে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুত ভঙ্গ করে উহুদ প্রান্তরেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কবিতার পঙক্তি পাঠ করে কুরাইশকে যুদ্ধে প্ররোচিত করছিল। তাই মহানবী (সা.) তাকে হামরাউল আসাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অবস্থায় আটক করে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু এবারও সে আগের মতো দারিদ্রতা ও মেয়েদের দোহাই দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, **মু'মিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, **'চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখুন।'**

পরিশেষে হুযূর (আই.) অস্ট্রেলিয়ার **শহীদ জনাব ফারাজ আহমদ তাহের সাহেবের** স্মৃতিচারণ করে বলেন, সম্প্রতি সিডনির প্রসিদ্ধ বণ্ডাই এলাকার একটি শপিং মলে নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালনের সময় একজন অস্ট্রেলিয়ান আততায়ীর ছুড়িকাঘাতে তিনি নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। শাহাদতের সময় মরহুমের বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর। তিনি রাবওয়া থেকে ২০১৮ সালে প্রথমে শ্রীলংকায় যান এবং সেখানে চারবছর অবস্থানের পর অস্ট্রেলিয়ায় আসেন। ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, শপিং সেন্টারে আততায়ীকে প্রতিহত করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য মরহুম ফারাজ আহমদ তাহের সাহেব সামনে অগ্রসর হলে উক্ত আততায়ী তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে আর এতে তিনি সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহীদ ফারাজ শৈশবেই তার পিতামাতাকে হারিয়েছেন; মৃত্যুর সময় তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ভাই এবং দুই বোন এবং দাদা সূফী আহমদ ইয়ার সাহেবকে রেখে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনার ফারাজ আহমদ তাহের সাহেবের পরম বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান এবং তাদেরকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। মরহুমের এই আত্মনিবেদনের বিষয়ে মিডিয়াতে ১২০টির অধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তার এই আত্মনিবেদন ও সাহসিকতার কথা গর্বের সাথে প্রচার করা হচ্ছে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী তাকে **জাতীয় বীর** আখ্যা দিয়েছে। তার জানাযায়ও দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রাদেশিক প্রিমিয়ার, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ যোগদান করেছেন। হুযূর (আই.) বলেন, **'তার এই আত্মনিবেদন প্রকাশ করে যে, তিনি পাকিস্তান থেকে মৃত্যুর ভয়ে এখানে আসেন নি, বরং আহমদীদের জন্য ধর্মীয় অনুসাশন মেনে চলার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় সে কারণে নির্যাতিত হয়ে তিনি দেশ ছেড়ে এসেছিলেন যাতে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মবিশ্বাস লালন ও পালন করতে পারেন। মরহুমের আত্মীয়-স্বজন এবং**

জামাতের বন্ধুরা তার বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন বলে হুযূর জানান।' ঐদিনের ন্যক্কারজনক ঘটনায় মোট ১২জন আহত হন এবং এদের মধ্যে ৫জন স্থানীয় নারীসহ মোট ছয়জন নিহত হন। হুযূর (আই.) বলেন, **'প্রয়াতের পরিবারে তিনিসহ মোট তিনজন শহীদ হলেন, ইতঃপূর্বে তার খালু মোহাম্মদ নওয়াজ সাহেব ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে এবং তার মামা এজায আহমদ সাহেব ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সালে করাচীর আওরঙ্গী টাউনে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আমীন।'**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)